Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

RTIICS দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

প্রশ্নে আপনি

উত্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

এবারের বিষয়: **গর্ভাবস্থা এবং হার্ট–এর সমস্যা**

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

গর্ভবস্থায় আমাদের হার্ট কী ভাবে প্রভাবিত হয়?

গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে যেমন– শরীরে রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায়, হার্ট রেট বেড়ে যায় এবং হার্ট–এর সার্বিক পাম্পিং–এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ব্লাড ভেসেল–এ নানা ধরনের হরমোনের প্রভাব পড়ে।

গর্ভাবস্থায় কী ধরনের হার্ট ডিজিজ হতে পারে?

আগে থেকে হার্ট ডিজিজ থাকলে গর্ভাবস্থায় তা বেড়ে যায় এবং বিপদের আশঙ্কা বাড়ায়। সবচেয়ে বেশি গুরুতর অবস্থাগুলি হল, সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ, ভাল্‌ভ স্টেনোসিস, পালমোনারি হাইপারটেনশন, কার্ডিওমায়োপ্যাথি ইত্যাদি। গর্ভাবস্থায় অনেক মহিলাই অল্প বা বেশি মাত্রায় হাইপারটেনশন–এর শিকার হন। কিছু কিছু মহিলার ডায়াবেটিসও হয়।

গর্ভাবস্থার শেষ মাসে অথবা সন্তান জন্মানোর ৫ মাসের মধ্যে এক ধরনের বিরল ও গুরুতর হার্ট ডিজিজ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যাকে বলে পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি।

পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ

এই রোগে হার্ট মাসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হার্টের পাম্পিং ফেলিওর হয়। এর ফলে রোগীর নিঃশ্বাসের কষ্ট, ক্লান্তি অনুভূত হয়, এমনকী রেনাল ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে। কখনও কখনও রোগী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সেরে ওঠেন কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অক্ষমতা সারা জীবনের জন্য থেকে যায়।

গর্ভাবস্থায় কার্ডিয়াক ডিজিজ কী ভাবে নির্ণয় করবেন?

গর্ভাবস্থায় যেহেতু রেডিওলজিক্যাল টেস্ট করা যায় না, রোগ নির্ণয়ের জন্য ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফির ওপরই ভরসা করতে হয়।

গর্ভাবস্থায় কার্ডিয়াক ডিজিজ হলে কী ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?

গর্ভাবস্থায় বেশিরভাগ ওষুধ খাওয়াই নিষেধ থাকে এবং খেলে শরীরে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সার্জারি বা ইন্টারভেনশনও এই অবস্থায় করা যায় না কারণ তাতে মা ও শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ সময় রক্ষণশীল চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে যদি শারীরিক অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয় তাহলে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে হাই রিস্ক ইন্টারভেনশন বা সার্জারি করতে হয়।

হার্ট ডিজিজ থাকলে কি নরমাল ডেলিভারি হওয়া সম্ভব?

নরমাল ডেলিভারি করা যাবে কি না তা নির্ভর করে রোগীর ক্লিনিক্যাল পরিস্থিতির ওপর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা নরমাল ডেলিভারির রিস্ক কমাতে সিজারের পরামর্শ দেন।

আপনার প্রশ্ন জানাতে ফোন বা ইমেল করুন

9051 93 93 93

email.rtiics@nhhospitals.org

NH Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

প্রশ্নে আপনি
উত্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

এবারের বিষয়: **গর্ভাবস্থা এবং হার্ট–এর সমস্যা**

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

গর্ভবস্থায় আমাদের হার্ট কী ভাবে প্রভাবিত হয়?

গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে যেমন– শরীরে রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায়, হার্ট রেট বেড়ে যায় এবং হার্ট–এর সার্বিক পাম্পিং–এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ব্লাড ভেসেল–এ নানা ধরনের হরমোনের প্রভাব পড়ে।

গর্ভাবস্থায় কী ধরনের হার্ট ডিজিজ হতে পারে?

আগে থেকে হার্ট ডিজিজ থাকলে গর্ভাবস্থায় তা বেড়ে যায় এবং বিপদের আশঙ্কা বাড়ায়। সবচেয়ে বেশি গুরুতর অবস্থাগুলি হল, সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ, ভাল্‌ভ স্টেনোসিস, পালমোনারি হাইপারটেনশন, কার্ডিওমায়োপ্যাথি ইত্যাদি। গর্ভাবস্থায় অনেক মহিলাই অল্প বা বেশি মাত্রায় হাইপারটেনশন–এর শিকার হন। কিছু কিছু মহিলার ডায়াবেটিসও হয়।

গর্ভাবস্থার শেষ মাসে অথবা সন্তান জন্মানোর ৫ মাসের মধ্যে এক ধরনের বিরল ও গুরুতর হার্ট ডিজিজ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যাকে বলে পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি।

পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ

এই রোগে হার্ট মাসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হার্টের পাম্পিং ফেলিওর হয়। এর ফলে রোগীর নিঃশ্বাসের কষ্ট, ক্লান্তি অনুভূত হয়, এমনকী রেনাল ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে। কখনও কখনও রোগী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সেরে ওঠেন কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অক্ষমতা সারা জীবনের জন্য থেকে যায়।

গর্ভাবস্থায় কার্ডিয়াক ডিজিজ কী ভাবে নির্ণয় করবেন?

গর্ভাবস্থায় যেহেতু রেডিওলজিক্যাল টেস্ট করা যায় না, রোগ নির্ণয়ের জন্য ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফির ওপরই ভরসা করতে হয়।

গর্ভাবস্থায় কার্ডিয়াক ডিজিজ হলে কী ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?

গর্ভাবস্থায় বেশিরভাগ ওষুধ খাওয়াই নিষেধ থাকে এবং খেলে শরীরে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সার্জারি বা ইন্টারভেনশনও এই অবস্থায় করা যায় না কারণ তাতে মা ও শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ সময় রক্ষণশীল চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে যদি শারীরিক অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয় তাহলে আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে হাই রিস্ক ইন্টারভেনশন বা সার্জারি করতে হয়।

হার্ট ডিজিজ থাকলে কি নরমাল ডেলিভারি হওয়া সম্ভব?

নরমাল ডেলিভারি করা যাবে কি না তা নির্ভর করে রোগীর ক্লিনিক্যাল পরিস্থিতির ওপর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা নরমাল ডেলিভারির রিস্ক কমাতে সিজারের পরামর্শ দেন।

আপনার প্রশ্ন জানাতে ফোন বা ইমেল করুন

9051 93 93 93

email.rtiics@nhhospitals.org